128

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

৮ মে থেকে ৫ শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষা

নকল বন্ধের জন্য এবার পরীক্ষা কেন্দ্রে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা

মোয়াজ্জেম হোসেন

এইচএসসি পরীক্ষায় নকল বন্ধ এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব প্রতিরোধের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবার পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুরোধে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে পুলিশ ফোর্সের পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশও মোতায়েন করা হবে। সাদা পোশাকের পুলিশ নজর রাখবে ফটোস্ট্যাট- ফোন-ফ্যাক্সের দোকানেও। জাল প্রশ্নপত্র বিক্রি অথবা নকল সরবরাহ করতে দেখা গেলে সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করা হবে।

উল্লেখ্য, আগামী ৮ মে হতে দেশের পাঁচটি শিক্ষাবোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এবার ৫টি শিক্ষা বোর্ডের একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে। গত এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং জাল প্রশ্নপত্র বিক্রিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এক তিক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সরকারকে পড়তে হয়েছিল বিব্রতকর অবস্থায়। সে অভিজ্ঞতা মনে রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবার আগে থেকেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নকল বন্ধ এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব প্রতিরোধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাহায্য চেয়ে শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি একটি চিঠি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। চিঠিতে তিনি আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা বানচালের জন্য ভুয়া প্রশ্নপত্র বিলি এবং একটি কুচক্রী মহলের অপতৎপরতার কথা উল্লেখ করে এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাহায্য কামনা করেছেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, নকল প্রতিরোধ, ভুয়া প্রশ্নপত্র প্রকাশ ও গুজব ছড়ানোর অপচেষ্টা প্রতিরোধে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও সিআইডিকে নিয়োগের জন্য চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয়।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে সাড়া দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সারা দেশের সহস্রাধিক পরীক্ষা কেন্দ্রে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিচ্ছে। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে সাদা পোশাকধারী পুলিশ টহল দেবে। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে থেকেই ফটোস্ট্যাট-ফোন-ফ্যাক্সের দোকানসমূহে নজর রাখা হবে যাতে কেউ জাল প্রশ্নপত্র বিক্রি করতে না পারে। পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্দেহভাজন কাউকে পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে। নকল করা নিয়ে কোন কেন্দ্রে সংঘর্ষ বা ভাংচুর হলে ঐ পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দেয়া হবে।